পলিসি ব্রিফ
#১৩২/২০২৩
সেপ্টেম্বর ২০২৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কৃষি সেবা কার্যক্রমে সুশাসন বাস্তবতা ও সুপারিশ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষিখাতের (শস্য উৎপাদন, বনায়ন ও মৎস্য) অবদান প্রায় ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।[১] কৃষি খাতে সরকারি উল্লেখযোগ্য সেবাগুলো হলো কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, সেচ পরিচালনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ ছাড়াও ঋণ বিতরণ এবং সারাদেশে কৃষক পরিবারকে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা, কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষিবিষয়ক পরামর্শ এবং কৃষি খামার প্রদর্শনী করা হয়।[২] তবে তদারকি ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে সেবাগুলো পেতে কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে ।

"সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ" ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এই জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা এবং জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা। ২০২১ সালের জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবেদনে কৃষিসহ মোট ১৭টি খাতের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, যা ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ অংশীজনের নিকট প্রেরণ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

খানা জরিপের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষি খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের খানার ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। সেবাগ্রহীতা খানাগুলো যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, তার মধ্যে তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, স্বজনপ্রীতি, সময়মতো পরামর্শ না দেওয়া, নিম্নমানের সার/বীজ প্রাপ্তি, ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ এবং সময়মতো সার/বীজ/কীটনাশক সরবরাহ না পাওয়া উল্লেখযোগ্য। যেসব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ২৬৬ টাকা দিতে হয়েছে। যেসব খানা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের ৭৯ দশমিক ৫ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছেন। বিষয় অনুযায়ী কৃষি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও বিভিন্ন সেবার অনিয়ম-দুর্নীতির সার্বিক চিত্র নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো–

সারণি : কৃষি খাত হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য তথ্য

বিষয়	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
সার্বিক	**২৪.৫**	**৪.৯**	**২৬৬**
প্রতিষ্ঠানের ধরন			
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	৩১.৯	২.৮	২৭৪
ডিলার	২৫.০	১২.৮	২৫৫
বিএডিসি	২৩.১	২.৮	-
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	৫.৯	২.০	২৬৪
সেবার ধরন			
করোনার সময় কৃষকদের জন্য প্রণোদনা	৫৭.০	২৫.৫	-
ভর্তুকি	৩৩.৫	৬.৮	-
কৃষিবিষয়ক পরামর্শ	৩১.৭	০.১	-
বীজ	১৬.২	১.৫	১৫৮
সার	১৫.৭	৫.৯	২৫২
কীটনাশক	৯.১	০.৮	-

[১] http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/latesreport/Yearbook%202022%20(PDF).pdf (২২ আগস্ট ২০২৩)।
[২] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, কৃষি মন্ত্রণালয়; বিস্তারিত জানতে দেখুন: http://www.moa.gov.bd/site/view/annual_reports/Annual-Report (১৩ আগস্ট ২০২২)।
[৩] বিস্তারিত দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/6521

সুপারিশমালা

খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং ইতোপূর্বে টিআইবির সম্পাদিত বিভিন্ন জাতীয় খানা জরিপে কৃষি খাতের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কৃষি সেবায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও হয়রানি হ্রাস, সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে এ পলিসি ব্রিফটি কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১. সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি কমাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষি অফিসে মানসম্মত সেবা এবং গ্রাহক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয়-সংখ্যক জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস-এর ঘাটতি দূর করা ও অবকাঠামো ও লজিস্টিকস-এর কার্যকর অবস্থা নিশ্চিতের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে ।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

২. সেবাগ্রহীতাদের সহায়তার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সহায়তা কেন্দ্র (হেল্পডেস্ক) তৈরি করে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া ও ফি সম্পর্কে গ্রাহকদেরকে অবহিত করা এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে এর কার্যকরতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)-কে সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে–

- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে অবহিত করা এবং সকল প্রকার সমস্যার বিষয়ে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- অভিযোগ বক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিয়মিত (প্রতি মাসে) ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

৪. নাগরিক সনদে সেবামূল্যসম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করে, তা সেবাগ্রহীতাদের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। নির্ধারিত ফি সম্পর্কে জানার জন্য সেবাগ্রহীতাদের সচেতন করতে কার্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রতিটি কৃষি অফিসের উদ্যোগে নিজ এলাকায় প্রতি মাসে একটি গণশুনানির আয়োজন বাধ্যতামূলক করতে হবে। শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (দুই সপ্তাহ) নিরসনের জন্য ফলোআপসহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য গ্রাহককে প্রদানসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার

৬. সেবাদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. কৃষি খাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, প্রণোদনা ও পদোন্নতি দেওয়া সহ বিভিন্নভাবে সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।

৮. কৃষি খাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক আয় ও সম্পদসম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৯. প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ব্যাংক বা মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে করতে হবে। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা কেবল রশিদ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১০. কৃষি খাতে সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি দূরীকরণে তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি খাতসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আচরণগত নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh

[৪] 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' এর সবগুলো প্রতিবেদন দেখুন,
https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/about-us/what-we-do/research-policy/research-knowledge/household-survey